রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুন ১৪, ২০১৭

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০১ আষাঢ়, ১৪২৪ মোতাবেক ১৫ জুন, ২০১৭

নিম্নলিখিত বিলটি ০১ আষাঢ়, ১৪২৪ মোতাবেক ১৫ জুন, ২০১৭ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ১৪/২০১৭

গম ও ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আনীত বিল

যেহেতু গম ও ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য : টাকা ১২.০০

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"ইনস্টিটিউট"** অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(২) **"কাউন্সিল"** অর্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল;

(৩) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৪) **"প্রবিধানমালা"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধানমালা;

(৫) **"বিধিমালা"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা;

(৬) **"বোর্ড"** অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত বোর্ড; এবং

(৭) **"মহাপরিচালক"** অর্থ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক।

৩। **ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট ইহার নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **ইনস্টিটিউটের কার্যালয় ও কেন্দ্র**।—(১) ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার নশিপুরে থাকিবে।

(২) ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার আঞ্চলিক কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) গম ও ভুট্টার উন্নয়ন ও উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(খ) ইনস্টিটিউটের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(গ) গম এবং ভুট্টার উন্নয়ন ও উৎপাদন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মৌলিক ও ফলিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন;

(ঘ) গবেষণার জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত গবেষণাগার, খামার এবং অবকাঠামো স্থাপন;

(ঙ) জার্ম প্লাজম সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি;

(চ) গম ও ভুট্টা উৎপাদন দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ছ) গম ও ভুট্টা উৎপাদনের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(জ) ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি এবং উদ্ভিদ জাতের মেধাস্বত্ব নিশ্চিতকরণ;

(ঝ) প্রজনন ও মানসম্মত উচ্চ ফলনশীল গম ও ভুট্টা বীজ উৎপাদন, প্রদর্শনী ও সম্প্রসারণের জন্য বিতরণ;

(ঞ) গম ও ভুট্টা সংক্রান্ত পুস্তিকা, মনোগ্রাম, বুলেটিন ও গবেষণা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য প্রকাশ;

(ট) স্নাতকোত্তর গবেষণার সুবিধা প্রদান;

(ঠ) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ;

(ড) গম ও ভুট্টার গবেষণা এবং সাম্প্রতিক উন্নয়নের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ সৃষ্টি করিবার ও উক্ত বিষয়ক সমস্যার উপর দেশি ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন;

(ঢ) প্রকল্প গ্রহণ;

(ণ) সরকার কর্তৃক, সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে, উহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন; এবং

(ত) প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

৬। **কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালন।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইনস্টিটিউট কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ, সুপারিশ বা পরামর্শ প্রতিপালন করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি ইনস্টিটিউটের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উক্তরূপ কোন নির্দেশ, সুপারিশ বা পরামর্শ প্রতিপালন করা সম্ভব নয়, তাহা হইলে ইনস্টিটিউট, অনতিবিলম্বে, কারণ উল্লেখপূর্বক উহার মতামত কাউন্সিলকে অবহিত করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের অধীন ইনস্টিটিউটের নিকট হইতে প্রাপ্ত মতামত বিবেচনা করিয়া কাউন্সিল তদ্‌কর্তৃক প্রদত্ত কোন নির্দেশ, সুপারিশ বা পরামর্শ সংশোধন বা বাতিল করিতে পারিবে বা উক্ত বিষয়ে নূতন কোন সুপারিশ বা পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

৭। **বোর্ড গঠন।**—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ইনস্টিটিউটের বোর্ড গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) মহাপরিচালক, যিনি বোর্ডের চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন প্রতিনিধি;

(গ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত উহার একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) ইনস্টিটিউটে কর্মরত দুইজন জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী;

(চ) সরকার কর্তৃক মনোনীত কৃষি গবেষণায় অভিজ্ঞ দুইজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী;

(ছ) ইনস্টিটিউটের নিকটস্থ তুলা উন্নয়ন বোর্ড ও বীজবর্ধন খামারের অফিস প্রধান;

(জ) ইনস্টিটিউট কর্তৃক মনোনীত কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত দুইজন প্রতিনিধি, যাহাদের একজন অভিজ্ঞ কৃষক এবং অন্যজন বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি হইবেন; এবং

(ঝ) ইনস্টিটিউটের পরিচালকগণ, তাহাদের মধ্যে যিনি ইনস্টিটিউটের প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবেন তিনি বোর্ডের সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (চ) ও (জ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩(তিন) বৎসর মেয়াদে সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, বা, ক্ষেত্রমত, ইনস্টিটিউট উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময়, কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ মনোনীত কোন সদস্যকে সদস্য পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত সদস্যও সরকার, বা, ক্ষেত্রমত, ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

৮। **বোর্ডের কার্যাবলি**।—বোর্ডের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) ইনস্টিটিউটের কার্যাবলির তত্ত্বাবধান এবং দিকনির্দেশনা প্রদান;

(খ) ইনস্টিটিউটের নীতিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান;

(গ) ইনস্টিটিউটের প্রস্তাবিত নীতিমালা এবং কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;

(ঘ) সরকারের নিকট হইতে বা অন্য কোন উৎস হইতে অনুদান প্রদানের জন্য অনুরোধ;

(ঙ) ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন;

(চ) সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন;

(ছ) গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ;

(জ) ফেলোশীপ প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদন;

(ঝ) বিদেশে উচ্চ শিক্ষা বা গবেষণার জন্য আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব অনুমোদন; এবং

(ঞ) প্রকল্প অনুমোদন।

৯। **বোর্ডের সভা**।—(১) বোর্ড প্রতি বৎসর অন্যূন দুইবার সভায় মিলিত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(২) বোর্ডের সদস্য-সচিব, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, লিখিত নোটিশ দ্বারা বোর্ডের সভা আহ্বান করিবেন।

(৩) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) বোর্ডের সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে প্রদত্ত ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তদ্‌সম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১০। **মহাপরিচালক**।—(১) ইনস্টিটিউটের একজন মহাপরিচালক থাকিবেন।

(২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকরির মেয়াদ ও শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) মহাপরিচালক ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তিনি—

(ক) বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিবেন;

(খ) বোর্ডের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(গ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা, বা অন্য কোন কারণে তিনি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১১। **পরিচালক**।—ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি দক্ষভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচালক থাকিবে এবং তাহারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকরির মেয়াদ ও শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১২। **কর্মচারী নিয়োগ**।—(১) ইনস্টিটিউট উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্মচারীর নিয়োগ এবং চাকরির শর্তাবলী প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৩। **তহবিল**।—(১) ইনস্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে যাহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে অর্থ জমা হইবে, যথা :

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) গৃহীত ঋণ;

(গ) গবেষণা স্বত্ব ও সেবা হইতে প্রাপ্ত আয়;

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোন দেশি বা বিদেশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(ঙ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; বা

(চ) অন্য কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের সকল অর্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে ইনস্টিটিউটের নামে জমা রাখিতে হইবে এবং বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালনা করা হবে।

ব্যাখ্যা।—"তফসিলি ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে।

(৩) বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল হইতে ইনস্টিটিউটের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

১৪। **বাজেট**।—ইনস্টিটিউট প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ পরবর্তী অর্থ বৎসরের বাৎসরিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ইনস্টিটিউটের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহাও উল্লেখ থাকিবে।

১৫। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা**।—(১) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইনস্টিটিউট উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বৎসর ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও ইনস্টিটিউটের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং ইনস্টিটিউট উহার উপর মন্তব্য বা আপত্তি, যদি থাকে, সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইনস্টিটিউটের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং বোর্ডের যে কোন সদস্য বা ইনস্টিটিউটের যে কোন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President's Order No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউট এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউনটেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) ইনস্টিটিউট, যথাশীঘ্র সম্ভব, নিরীক্ষা প্রতিবেদনে চিহ্নিত কোন ত্রুটি বা অনিয়ম প্রতিকার করিবার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

১৬। **প্রতিবেদন**।—(১) প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী ৪ (চার) মাসের মধ্যে ইনস্টিটিউট উক্ত বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলির উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, ইনস্টিটিউটের নিকট হইতে যে কোন সময় ইনস্টিটিউটের যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং ইনস্টিটিউট উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৭। **কমিটি**।—ইনস্টিটিউট উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১৮। **ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৯। **চুক্তি সম্পাদন**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

২০। **বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষা**।—(১) ইনস্টিটিউট উহার বিজ্ঞানীদের জন্য প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) কোন বিজ্ঞানী বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণ বা গবেষণার জন্য মনোনীত হইলে এবং উক্তক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হইলে ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে উহার সমুদয় বা অংশবিশেষ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, গম ও ভুট্টা গবেষণায় অগ্রসর রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষর করিতে পারিবে।

২১। গবেষক বা প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ।—(১) গম ও ভুট্টা সম্পর্কিত উদ্ভূত কোন সমস্যা নিরসন বা উহাদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোন প্রযুক্তি বা কৌশল উদ্ভাবনের জন্য ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, গবেষক বা প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) ইনস্টিটিউট উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে গবেষক বা প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন গবেষক বা প্রযুক্তিবিদ পাওয়া না গেলে ইনস্টিটিউট, উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিদেশি গবেষক বা প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ করিতে পারিবে।

২২। **ফেলোশিপ প্রদান।**—ইনস্টিটিউট সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সাফল্য ও কৃতিত্বের সহিত ডিগ্রি অর্জনকারী ব্যক্তিদের ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কিত বিষয়ে দক্ষ বিজ্ঞানী, গবেষক এবং প্রযুক্তিবিদ হিসাবে গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে ফেলোশিপ প্রদান করিতে পারিবে।

২৩। **ক্ষমতা অর্পণ।**—বোর্ড, প্রয়োজনে, উহার কোন ক্ষমতা, লিখিত আদেশ দ্বারা ও নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, উহার কোন সদস্য, কর্মচারী বা কোন কমিটিকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২৪। **জনসেবক।**—বোর্ডের সকল সদস্য, ইনস্টিটিউটের সকল কর্মচারী এবং ইনস্টিটিউটের পক্ষে কোন কাজ করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 21 এ সংজ্ঞায়িত অর্থে জনসেবক (public servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

২৫। **বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৬। **প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধিমালার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এইরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৭। **বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র এবং ভুট্টা শাখার বিলোপ, ইত্যাদি।**—(১) এই আইনের অধীন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে Bangladesh Agricultural Research Institute Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXII of 1976) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, অতঃপর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বলিয়া উল্লিখিত, এর গম গবেষণা কেন্দ্র এবং উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের ভুট্টা শাখা, অতঃপর বিলুপ্ত গম গবেষণা কেন্দ্র এবং ভুট্টা শাখা বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে।

(২) বিলুপ্ত গম গবেষণা কেন্দ্র এবং ভুট্টা শাখার সকল কার্যক্রম এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্রের সকল গবেষণা কেন্দ্র, আঞ্চলিক কেন্দ্র, উপ-কেন্দ্র, গবেষণা প্রকল্প এবং স্থাপনা ইনস্টিটিউটের নিকট হস্তান্তরিত ও উহার উপর ন্যস্ত হইবে।

(৩) বিলুপ্ত গম গবেষণা কেন্দ্র এবং ভুট্টা শাখার জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহীত সকল দায় ও বাধ্যবাধকতা ইনস্টিটিউটের দায় ও বাধ্যবাধকতা হইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন ইনস্টিটিউটের নিকট হস্তান্তরিত কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত কোন বিষয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন মামলা বা আইনগত কার্যধারা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) বিলুপ্ত গম গবেষণা কেন্দ্র ও ভুট্টা শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ইনস্টিটিউটের কর্মচারী হইবেন এবং তাহারা যে শর্তে চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত সেই একই শর্তে নিযুক্ত থাকিবেন।

২৮। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।—(১)** এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিনাজপুরে এক জনসভায় গম গবেষণা কেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট-এ রূপান্তরের সম্ভাব্যতা যাচাই করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। সে লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মেক্সিকোতে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র (সিমিট) এর আদলে ভুট্টা-কে অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যমান গম গবেষণা কেন্দ্রকে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ রূপান্তরের কার্যক্রম শুরু করা হয়। কৃষি ক্ষেত্রে গম ও ভুট্টা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গম ও ভুট্টা গবেষণা অপরিহার্য বিবেচনায় কৃষি ক্ষেত্রে এর গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য "বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭" প্রণয়ন করা হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশে দানাদার খাদ্যশস্য হিসেবে ধানের পরই যথাক্রমে গম ও ভুট্টার স্থান। দেশের জনসাধারণের খাদ্য চাহিদা এবং পোল্ট্রি শিল্পসহ পশুখাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য গম ও ভুট্টার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে প্রতি বছর গম ও ভুট্টার চাষ সম্প্রসারণ হচ্ছে। গম ও ভুট্টা ফসলকে বৃদ্ধির জন্য গম ও ভুট্টা গবেষণার নিমিত্ত একটি পৃথক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন। ধান, পাট ও সুগারক্রপ এর উপর কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন ভিন্ন গবেষণা ইনস্টিটিউট রয়েছে। পৃথক গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করে কার্যক্রম পরিচালনার কারণে উক্ত ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। গম ও ভুট্টার চাষ ও ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রস্তাবিত গবেষণা ইনস্টিটিউট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে আশা করা যায়। দেশের কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গম ও ভুট্টা গবেষণা অপরিহার্য বিবেচনায় কৃষি ক্ষেত্রে এর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে "বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭" প্রণয়ন করা হয়েছে।

(গ) বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কারণে "বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭" শীর্ষক বিল মহান জাতীয় সংসদের বিবেচনার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

মতিয়া চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd